যুগান্তর

তারিখ ... 10 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৫ ...

দাখিল স্তরে নতুন কারিকুলাম চালু হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ

নবম শ্রেণীতে ২০০ করে ৪০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি

মুসতাক আহমদ

বদলে যাচ্ছে মাদ্রাসার দাখিল স্তরের কারিকুলাম। আগামী বছরই নবম শ্রেণীতে চালু হচ্ছে ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি বিষয়। এছাড়া প্রথমবারের মতো এই স্তরে প্রবর্তন করা হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন হয়েছে। এ মাসেই পাঠ্যবই ছাপাও শুরু হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, এর ফলে ২০১০ সালের দাখিল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা এসএসসির মতোই বাংলা ও ইংরেজিতে দুটি করে পত্রের পরীক্ষায় অংশ নেবে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায়ও বাংলা-ইংরেজিতে দুটি করে মোট চারটি পত্র থাকবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসার সিলেবাস এমন হচ্ছে যাতে এই স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে। এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিলের এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে আজ শিক্ষক এবং শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা বসছে। এতে কারিকুলাম, পাঠদান এবং শিক্ষক নিয়োগসহ আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, দুই বিষয়ে বর্তমান একশ' করে দাখিল : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

দাখিল : স্তরে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

২০০ নম্বরের পরিবর্তে ২০০ করে ৪০০ নম্বর যুক্ত হওয়ায় বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র নামে আলাদা দুটি বিষয় প্রবর্তিত হবে। যদিও বর্তমানে তারা ব্যাকরণ-রচনা পড়ছে; কিন্তু তা আলাদা পত্রে নয়। তিনি বলেন, এখন কারিকুলাম নতুন ডিজাইন হবে। অন্যান্য বিষয়েও পরিবর্তন আসবে। কেননা সমন্বয় না করা হলে বিষয় বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে মোট পত্র ১২টির বেশি হয়ে যায়। তাই সমন্বয়ের জন্য ইসলামের ইতিহাস এখন আবশ্যিকের পরিবর্তে দাখিল স্তরে তা হয়ে যাবে ঐচ্ছিক বিষয়। আর সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ইসলামের ইতিহাসের কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কয়েকটি অধ্যায় হিসেবে। কারিকুলাম অদল-বদলের ফলে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের নাম পরিবর্তন হয়ে 'ইসলামের ইতিহাস এবং সামাজিক বিজ্ঞান' নামে রাখা হবে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) অধীনে এসব কারিকুলাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দাখিল স্তরকে এসএসসির সমমান করা হয়েছে ১৯৮৫ সালে এবং আলিম স্তরকে এইচএসসির সমমান করা হয়েছে ১৯৮৭ সালে। দাখিল ও আলিম স্তরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মতোই বাংলা ও ইংরেজি পড়া হলেও পরীক্ষা নেয়া হতো ১০০ নম্বরে। আর এ কারণে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছিল। তাদের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির সুযোগ দেয়া হতো না। সর্বশেষ গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি বিভাগে ভর্তিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। বিষয়টি একপর্যায়ে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ওই ঘটনার পরই মূলত ২০০ নম্বরের পরিবর্তে ৪০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে ২০০ নম্বর যুক্ত হওয়ায় এ সমস্যা আর থাকবে না বলে মাদ্রাসা চেয়ারম্যানের অভিমত।

নতুন সিলেবাস ও কারিকুলাম

মাদ্রাসায় বর্তমানে ইসলামী শিক্ষার বিষয় হিসেবে কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র। এগুলো প্রত্যেকটি ১০০ নম্বরের। এছাড়াও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণিত, ইংরেজি, বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয়। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পৌরনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ অন্যান্য ইসলামিক বিষয় রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর-মাউশি সূত্র জানিয়েছে, নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ১১০০-এর পরিবর্তে ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এটা মানবিক শাখার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান শাখায়ও একইভাবে ১০০ নম্বর বেশি পড়তে হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামান্য কষ্ট হবে। তবে সাধারণ শাখার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে সামান্য বেশি কষ্ট করতেই হবে বিনিময়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। কেননা, এতদিন সমান পড়েও শুধু মানবণ্টনের কারণে '২০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি পড়ছে না'— অপবাদ পেতে হতো। তা থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পাবে।

সে হিসেবে দাখিলে (নবম-দশম) নতুন সিলেবাসে শিক্ষার্থীরা যা পড়বে তা হল, কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান। এগুলো বাধ্যতামূলক বিষয়। এগুলোর মধ্যে আরবি, বাংলা, ইংরেজি পড়তে হবে দুটি (প্রথম ও দ্বিতীয়) পত্র ২০০ করে নম্বরের। অর্থাৎ আবশ্যিক বিষয় মোট ১১০০ নম্বর। আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকছে, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, পৌরনীতি, বেসিক ট্রেড, শারীরিক শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, মানবিক, উর্দু এবং ফারসি। এটি মানবিক বিভাগের সিলেবাস।

মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ। এই বিভাগে শিক্ষার্থীরা মানবিকের মতোই ১১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় পড়বে। বিষয়গুলো হচ্ছে, কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, অ্যাকাউন্টিং, ব্যবসায় নীতি পড়তে হবে। এগুলোর মধ্যে শুধু বাংলা ও ইংরেজি ২০০ নম্বর করে। বিজ্ঞানের মতো তারাও ১০০ নম্বরের মধ্যে আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র একীভূত) পড়বে। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে (১০০ নম্বর) এই স্তরের শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও উচ্চতর আরবি বিষয় পড়বে।

বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ১০০ নম্বরের মধ্যে হাদিস ও ফিকহ একসঙ্গে পড়বে। অর্থাৎ বিষয় দুটি একীভূত হবে। এছাড়া আরবি দুটি পত্রের পরিবর্তে একীভূত বিষয় হিসেবে তারা ১০০ নম্বরের আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) পড়বে। তারা সামাজিক বিজ্ঞান পড়বে না। অর্থাৎ এই চারটি বিষয় একীভূত করার ফলে যে ২০০ নম্বর বের হল, তার পরিবর্তে তাদের জন্য পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান থাকবে। এই ১০০০ নম্বর থাকবে বাধ্যতামূলক। নির্বাচিত ১০০ নম্বরের বিষয় হিসেবে উদ্ভিদ বিদ্যা ও উচ্চতর গণিত থেকে যে কোন একটি নিতে হবে। আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকবে, জীববিদ্যা, উচ্চতর গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি, উচ্চতর আরবি, কৃষিবিজ্ঞান; গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, বেসিক ট্রেড, শারীরিক শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস।

মাদ্রাসায় মুজাব্বিদ গ্রুপ নামেও একটি বিভাগ রয়েছে। ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা মানবিক বিভাগের মতোই বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ১১০০ নম্বর পড়বে তবে মানবিকের কেবল সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে তারা তাজবিদ পড়বে অতিরিক্ত হিসেবে ১০০ নম্বরের জন্য কিরাত, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, ইসলামের ইতিহাস, মানবিক, উর্দু ও ফারসি রয়েছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, আগামী বছর এই কোর্স চালু হলে ২০১২ সালে শিক্ষার্থীরা নতুন সিস্টেমে পরীক্ষায় অংশ নেবে। কেননা, শিক্ষার্থীদের না পড়িয়ে পরীক্ষায় বসানো যায় না। এটাই সবচেয়ে তুরিৎ ব্যবস্থা। তিনি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, বোর্ডের আইন অনুযায়ীই তারা এই ব্যবস্থা নিচ্ছেন।